বিডিসিএসও বার্ষিক সম্মেলন তথ্যপত্র

রাষ্ট্র, বাজার ব্যবস্থা এবং সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজের সংজ্ঞা:

ইংরেজি সিভিল সোসাইটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয় সুশীল সমাজ। সিভিল সোসাইটি শব্দটি এসেছে রোমান সিভিল থেকে। সিভিলের উৎপত্তি আবার সিভিটাস শব্দ থেকে। প্রাচীন রোম ও গ্রিসে ছিলো নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্র। নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলোকে বলত হতো সিভিটাস, সিভিটাস বা নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকেই বলা হতো 'সিভিল' বা রাষ্ট্রের নাগরিক। অন্যদিকে সোসাইটি মানে হলো সমাজ। আর সুতরাং উৎপত্তিগতভাবে 'সিভিল সোসাইটি' মানে হচ্ছে 'নাগরিক সমাজ'। বর্তমান সময়ে আমরা সিভিল সোসাইটি বলতে নাগরিক সমাজ যেমন বুঝি, তেমনি সুশীল সমাজও বলি।

যে কোনো রাষ্ট্রের দুটি মূল অংশ থাকে- সরকার এবং জনগণ বা সিভিল। এই সরকার ও নগরিকের মধ্যকার একটি যোগসূত্র হলো নাগরিক সমাজ। নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রকে প্রশংসা, সমালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবে, নাগরিকের কাছে সরকারের বার্তা পৌঁছাবে, আবার নাগরিকের কথাগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরবে। এ কারণেই সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজের প্রয়োজন।

Civicus World Alliance for Citizen Participation সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজের একটা সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে: The arena outside of the family, the state and market where people associate to advance common interests. অর্থাৎ পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজারের বাইরে একদল জনগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ও যোগাযোগ ঘটে এবং যারা কিছু উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে। সুশীল সমাজকে সমাজের 'তৃতীয় বিভাগ' বা তৃতীয় খাত হিসেবেও বিবেচনা করা হয়, যা সরকার এবং বাণিজ্য বা ব্যবসা খাত থেকে আলাদা। তার মানে সরকার এবং বাণিজ্য বা বাজারের সঙ্গে সুশীল সমাজের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক আছে।

সিভিল সোসাইটি কারা তা নির্ধারণের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: ১. সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্র বা সরকারের অংশ হতে পারবে না, সরকারের কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারবে না; ২. সিভিল সোসাইটি কোনো দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারবে না। এটার অর্থ এই নয় যে, সিভিল সোসাইটির কোনো রাজনৈতিক চিন্তা বা মূল্যবোধ থাকবে না; ৩. সিভিল সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ হতে হবে। তার মানে নাগরিক সমাজ হবে রাষ্ট্র বহির্ভূত সংগঠন, তার অবস্থান হবে রাজনৈতিক দলের বাইরে ও এর থাকবে ঘোষিত কর্মসূচির পক্ষে প্রকাশ্য ও স্বচ্ছ কর্মকাণ্ড।

যে কোনো রাষ্ট্রের দুটি মূল অংশ থাকে- সরকার এবং জনগণ বা সিভিল। এই সরকার ও নগরিকের মধ্যকার একটি যোগসূত্র হলো নাগরিক সমাজ।

নাগরিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণত আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ থাকে। এই তিনটি বিভাগের কার্যকারিতা একটি কার্যকর রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক। এই তিনটি বিভাগের সম্পর্ক যথাযথ থাকার জন্য সুশীল সমাজ সরকারকে পরামর্শ দিবে। প্রয়োজনে নজরদারী করবে। শুধু নির্বাহী বিভাগের ওপর নজরদারিত্ব নয়, রাষ্ট্রের অন্য সব প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের ওপর নজরদারিত্ব করাও সিভিল সোসাইটির অন্যতম কাজ। যেখানে সিভিল সোসাইটি কার্যকর নয়, সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অনেকাংশে অকার্যকর।

সরকার ও সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক

সরকারের সঙ্গে সিভিল সোসাইটির সম্পর্কটা কী সে বিষয়ে আমরা স্মরণ করতে পারি দার্শনিক হেগেলের মন্তব্য। হেগেল বলেছেন, আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার এত শক্তিশালী হয়ে পড়ছে যে এখানে ব্যক্তির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাই ব্যক্তিরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। এসব সংগঠনই হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। হেগেল মনে করতেন, সিভিল সোসাইটি যেমন রাষ্ট্রের খবরদারি করে, রাষ্ট্রেরও তেমনি সিভিল

সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।

ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি মনে করেন, সমাজে দুই ধরনের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো Hegemony বা আধিপত্য এবং আরেকটি হলো Domination বা বলপূর্বক শাসন। রাষ্ট্র বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকদের সম্মতির প্রয়োজন। সিভিল সোসাইটি অনেক সময় রাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আবার কখনো কখনো সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিহত করে।

সিভিল সোসাইটির প্রধান কাজগুলো থেকেই সরকারের সঙ্গে সিভিল সোসাইটির সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সিভিল সোসাইটির প্রধান কাজগুলো হলো:

১. সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনায় পরামর্শ দেওয়া

২. সাধারণ জনগণের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট থাকা

৩. জনগণের কথাগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরা। তারা সরকারের ভুল কাজগুলোর সমালোচনার পাশাপাশি জনগণকেও দেশের আইন-শৃঙ্খলা সুরক্ষা ও দেশের উন্নয়ন-সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেবেন

৪. মানবাধিকার, গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা

৫. নাগরিক সমস্যার সমাধান কোথায় পাওয়া যাবে, কিভাবে পাওয়া যাবে তা জনগণকে জানানো।

৬. জনগণের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণে জনমত গঠনের চেষ্টা করা।

৭. নাগরিক সমস্যা সমাধানে উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা।

এই কাজগুলো বিশ্লেষণ করলেও আমরা নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটি স্পষ্ট সম্পর্ক খুঁজে পাই- সিভিল সোসাইটি রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে গঠনমূলক সমালোচনা-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবে, সরকারের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক তৈরি করবে এবং তা বজায় রাখবে।

বাজার ও সিভিল সোসাইটি

বাজারের সঙ্গে সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক নিয়ে সাধারণত দুটি মতবাদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, বাজার ব্যক্তিগত অধিকারের সমর্থক, তাই বাজারসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু অন্য আরেকটি দল মনে করেন, বাজারও এক ধরনের শোষক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিকে বাজারও শোষণ করে থাকে। ফলে বাজারের বিরুদ্ধেও ব্যক্তি-গোষ্ঠীকে লড়াই করতে হয়। অন্যদিকে ব্যবসায়িক সমিতিগুলো মুনাফার জন্য কাজ করে, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখে, তারা সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। বাজার খাত বা বাজার খাত সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে সিভিল সোসাইটির অংশ হওয়া সমীচিন নয়।

উপরের মন্তব্য থেকে বাজার খাত নিয়ে সিভিল সোসাইটির ভূমিকাটি বেশ স্পষ্ট হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারের উপর রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল। এতে করে অনেক ক্ষেত্রেই বাজার সাধারণ নাগরিকের স্বার্থের পরিপন্থি হয়ে যায়। আর এক্ষেত্রেই সিভিল সোসাইটির ভূমিকা সামনে চলে আসে, সিভিল সোসাইটি তখন বাজারকে জনগণের স্বার্থে পরিচালিত করার প্রয়াস পাবে।

একটি রাষ্ট্রে যখন সরকার, বাজার ও সিভিল সোসাইটি পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে, তখনই উন্নয়ন টেকসই হতে পারে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাজারের উপর রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল। এতে করে অনেক ক্ষেত্রেই বাজার সাধারণ নাগরিকের স্বার্থের পরিপন্থি হয়ে যায়। আর এক্ষেত্রেই সিভিল সোসাইটির ভূমিকা সামনে চলে আসে, সিভিল সোসাইটি তখন বাজারকে জনগণের স্বার্থে পরিচালিত করার প্রয়াস পাবে।

BDCSO PROCESS

জাতীয় সচিবালয়
বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী,
ঢাকা ১২০৭